নেতৃত্ব
(Leadership)

নেতৃত্ব একটি দল, একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি নির্দেশদানের ক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেখানে একটি সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি সংগঠি গোষ্ঠী কাজ করছে, সেখানে নেতৃত্বদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নেতৃত্বের শক্তি হ একত্রীকরণের শক্তি অর্থাৎ 'The power of Leadership is the power integrating'। একজন নেতা দলের উন্নতিতে এমনকি সকলকে একত্রিত কর এবং বিভাজন দূর করতে উদ্দীপিত করে। দলনেতা দলের অব্যবহৃত শক্তি এ সৃজনশীলতাকে একটি নির্দিষ্ট গতিপথে চালিত করে। **মেরি পার্কার ফোলে** (***Marry Parker Follet***) সঠিকভাবে বলেছেন যে, "নেতা এমন ব্যক্তি যি সকলকে প্রভাবিত করেন, তিনি মহান কাজ করেন না, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ম করান যে আমি মহান কাজ করতে পারি।"

4.1. নেতৃত্বের অর্থ এবং সংজ্ঞা
(Meaning and Definition of Leadership)

নেতৃত্ব হল মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষমতা। এক সফল নেতা হওয়ার জন্য দূরদর্শিতা, উদ্যম, উদ্যোগ, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত সং থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। ম ইংরেজ সৈনিক **ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারি**-এর মতে নেতৃত্ব হল—"একটি সা উদ্দেশ্যপূরণে পুরুষ এবং মহিলাদের সমবেত করার জন্য একজন ব্যক্তির ইচ্ছা এ ক্ষমতা।" অন্য কথায়, নেতৃত্ব হল কিছু সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য সহযোগিতা কর বিভিন্ন লোকদের প্রভাবিত করার কাজ। যদিও এই কাজটি সমাজে খুব একটা বে সম্পাদিত হতে দেখা যায় না।

নেতৃত্ব হল ইচ্ছাকৃতভাবে জীবন এবং অন্যান্য আচরণের ইতিবাচক প্রভাব প্র করার ক্ষমতা। একজন নেতার অবশ্যই দলের প্রয়োজনে কার্যকলাপ শুরু করতে হ এবং কার্যকলাপটি শেষ করতে হবে। নেতাকে 'নেতৃত্ব দিতে' ('give the lead') ব

4.1.1. নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Definition of Leadership)

কিছু বিখ্যাত লেখক, বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন সংগঠনের অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ দ্বারা প্রদত্ত নেতৃত্বের সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল—

লা-পিয়ের এবং **ফার্নাওয়ার্থ** (***La-Pierre*** and ***Farnoworth***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল এমন এক আচরণ যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে।"

ডার্লিন আর (***Durlin R***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুশীলন" (Leadership is the exercise of authority and making of decisions)।

অ্যালফোর্ড এবং **বিটি** (***Alford*** and ***Beaty***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল বল প্রয়োগ না করে স্বেচ্ছায় অনুগামীদের কাছ থেকে কামনীয় বা পছন্দসই কাজগুলিকে সুরক্ষিত করার ক্ষমতা।"

জর্জ আর টেরি (***George R Terry***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল দলের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করতে মানুষকে প্রভাবিত করার কার্যকলাপ।" (Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives.)।

হেমফিল জে কে (***Hemphill J K***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল কর্মকাণ্ডের সূচনা যার ফলে পারস্পরিক সমস্যাসমাধানের দিকে পরিচালিত গোষ্ঠী বা দলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলির ধারাবাহিক নিদর্শনের ফলাফল।"

ফ্রেডারিক ই উলফ্ (***Frederic E Wolf***)-এর মতে, "নেতৃত্ব হল একটি শিল্প, একটি বিজ্ঞান বা একটি উপহার যার মাধ্যমে একজন মানুষ, বিশেষভাবে তার অনুগামীদের মহৎ, সৎ ও বৈধ চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা ও কর্মের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।"

4.1.2. নেতৃত্বের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Leadership)

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে নেতৃত্বের যে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল—

পালন করে।

4.3. নেতৃত্বের প্রকারভেদ (Types of Leadership)

প্রেম পাসচীচ্ এবং কুপ্পাসামি (*Prem Paschicha* and *Kuppusamy*) নেতৃত্বকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

1. **প্রাতিষ্ঠানিক নেতা (Institutional Leaders):** উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্কুল বা কলেজের প্রধান, জেলা আদায়কারী (District Collector), দেশের রাষ্ট্রপতি, কারখানার ম্যানেজার ইত্যাদি।
2. **কর্তৃত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী নেতা (Dominant Leaders):** উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নেপোলিয়ন (Napoleon), স্ট্যালিন (Stalin), হিটলার (Hitler) প্রমুখ। তাঁরা আধিপত্য বিস্তারের জন্য দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা স্বৈরাচারী এবং একনায়কতন্ত্রের শাসক ছিলেন।
3. **প্ররোচিত নেতা (Persuasive Leaders):** উদারণস্বরূপ মহাত্মা গান্ধি, আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln), জওহরলাল নেহরু প্রমুখ। তাঁরা দলকে শাসন করার বা কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য পরিচালনা করেননি। তাঁরা অনুগামী বা সদস্যদের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের অনুসরণ করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।
4. **বিশেষজ্ঞ (Experts):** এরা বিজ্ঞান, শিল্প বা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্র থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দলকে পরিচালনা করেন বা নেতৃত্ব দেন।

ক্রেচ এবং ক্রাচফিল্ড (*Kretch* and *Crutchfield*) নেতৃত্বকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা—

1. **স্বৈরাচারী (Autocratic):** তিনি একজন শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি অন্যদের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করেন। তিনি একজন স্বৈরাচারী শাসক হয়ে ওঠেন এবং দলের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করেন। তিনি ছাড়া যে-কোনো সময় দল ভেঙে যেতে পারে।
2. **গণতান্ত্রিক (Democratic):** তিনি সুন্দর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দলকে বহন করে চলেন। তিনি সর্বোচ্চ স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং সব ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। একজন সিনিয়র সদস্যের মতো তিনি দলকে সাহায্য ও উৎসাহ দেন। তিনি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন হন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকেন।

3. **অবাধ নীতি (Laissez Faire):** তিনি সিদ্ধান্তগ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন না। তিনি প্রশংসা, সমালোচনা বা কাজ পরিচালনা করার চেষ্টা করেন না। যথাযথ নেতৃত্বের অভাবের কারণে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

4.4. নেতৃত্বদানমূলক কার্যক্রমের নীতি (Principles of Leadership Activities)

শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে, তার নেতৃত্বেই কাজ করতে চায়। অধস্তন কর্মচারীরা যে প্রশাসককে সম্মান করে, তার অধীনে কাজ করতে চায়। অর্থাৎ তার নেতৃত্ব চায়। তবে এই শ্রদ্ধা অর্জন করতে প্রয়োজন হয় নৈতিক চরিত্র (Ethics)। নেতৃত্বদানের বা সুপরিচালনার জন্য তার প্রখর দূরদর্শিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি যথাযথভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাকে দলের সকলের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে হবে। নেতৃত্ব তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে Be, Know, Do অর্থাৎ হতে হবে, জানতে হবে এবং করে দেখাতে হবে। দক্ষ নেতা হওয়ার জন্য সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাকে নিজ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য কাজ করতে হবে। তবেই দলের শিক্ষার্থীরা বা অধস্তন কর্মীরা তাকে অনুসরণ করবে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের (Be, Know, Do) জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যথা—

1. নিজের সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও নিজের বিকাশলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে, কী হতে হবে, কী জানতে হবে এবং কী করতে হবে।
2. নেতৃত্বদানের জন্য নিজের কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং দলের সকলের যে যে কাজ রয়েছে, যে সম্বন্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।
3. প্রত্যেকটি কাজের জন্য নিজেকে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা করণীয়, তা পালন করতে হবে। অন্য কাউকে দোষারোপ না করে সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।
4. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিকল্পনা ইত্যাদির জন্য সঠিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
5. শিক্ষার্থীদের বা দলের অন্যান্যদের কাছে নিজেকে উদাহরণস্বরূপ করে তুলতে হবে। নিজেদের কী করতে হবে তা শোনার চেয়ে মানুষ দেখতে ভালোবাসে। সেইজন্য সেটাই করতে হবে। গান্ধিজি বলেছেন—"We must become the change we want to see"।

6. নিজের দলের লোকদের বা ছাত্রছাত্রীদের উত্তমরূপে জানতে ও বুঝতে হ এবং তাদের সৎ ভাবে যত্ন নিয়ে বা গুরুত্ব দিয়ে লালন করতে হবে। অর্থা মানব চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।
7. সকলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপ থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠানের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রয়োজনী তথ্য সম্বন্ধে অবগত করতে হবে যোগাযোগের মাধ্যমে।
8. দলের সকলের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং সৎ চরিত্রের লক্ষণগুলি বিকশি করতে সাহায্য করতে হবে। তবেই সকলে নিজ নিজ কর্মে ব্রতী হবে।
9. নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে দেখে নিতে হবে দলের সকলে যথাযথভাবে নিজের কাজগুলি বুঝে নিতে পেরেছে কিনা। নেতার কাজ হল যোগাযোগ বজায় রা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা।
10. দলের সকলকে একত্রে আনতে হবে। অর্থাৎ সকলে মিলেই যে প্রতিষ্ঠান সংস্থার জন্য একত্রে কাজ করছে, তা উপলব্ধি করাতে হবে।
11. সকলের মধ্যে এমন একটি দলগত মেজাজ গড়ে তুলতে হবে, যাতে সক সমমানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বো প্রচেষ্টাদান করতে পারে। একাজ সম্ভব করতে পারে একমাত্র দক্ষ নেতৃ

এ ছাড়া নেতৃত্বদানমূলক কার্যক্রমের নীতিগুলিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্য করেছেন। তবে মূল নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে নীচে আলোচনা করা হল—

1. **নেতৃত্ব হল একটি আচরণ, অবস্থান নয় (Leadership is Behaviour, n Position):** নেতারা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তার মাধ্যমে পরিবর্তন সংগঠিত ক জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতারা বিভিন্ন ব্যক্তিদের এমনভাবে আবিষ্কার ক যাতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। মানুষই তা নেতাকে নির্বাচন করে। নেতারা তাদের আচরণ, মনোভাব ও কর্মের দ্বারা মানু কাছে পৌঁছোয় এবং মানুষ তাদের বিচার করেন। তাই কেউ যদি নেতা হতে চা তবে নিজের অবস্থানে মগ্ন না থেকে বাস্তববাদী আচরণকে রপ্ত করতে হবে।
2. **প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণ বা নমুনা স্থাপন করা (T Best Way of Influence is Setting an Example):** প্রত্যেক নেতা দলের থেকে সর্বোত্তম ফলাফল পেতে চায়। একটি সহজ সত্য হল, অনু বা দলের সদস্যদের কাছে নিজেকে উদাহরণস্বরূপ করে তুলতে হ নিজেদের কী করতে হবে তা শোনার চেয়ে মানুষ দেখতে ভালোবা সেজন্য সেটাই করতে হবে। অনুগামীরা প্রত্যেকেই নেতাকে প্রতি অনুসরণ করে। তা ছাড়া কঠিন সময়ে বা বিপদের সময় কেউ নেতাকে ছে যায় না। ফলে নেতাও আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারেন যে বিপদকালে কেউ সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সকলেই তার পাশে দাঁড়াবে।

3. **নেতৃত্ব মানে প্রভাব বা ছাপ তৈরি করা (Leading Means Making an Impact):** ইতিহাসের বিখ্যাত বা মহান নেতাদের সম্পর্কে জানতে হবে। তবে তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সবারই মিল ছিল। সেটি হল সমাজ তথা জনসাধারণের উপর প্রভাব বা ছাপ তৈরি করা। নেতৃত্ব মানে শুধুমাত্র লক্ষ্য স্থাপন এবং কার্যকরভাবে দলের সকলের সাহায্যে তা অর্জন করা নয়। নেতৃত্ব মানে শুধুমাত্র সুবক্তা এবং অসাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা নয়। যদি কেউ সত্যিকারের নেতা হতে চান তবে তাকে সমাজের কল্যাণের জন্য অনন্য অবদান রাখতে হবে।

4. **নেতৃত্ব হল দূরদর্শিতা, অর্থ নয় (Leadership is Chasing Vision, Not Money):** দূরদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা ছাড়া যে-কোনো কার্যকলাপ অর্থহীন। প্রতিটি ব্যক্তি বিভিন্ন কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সাফল্য হল নিজের দূরদর্শিতাকে উপলব্ধি করা। দূরদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা যে-কোনো মানুষকে কোনো পদক্ষেপ নিতে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে বা অনুপ্রাণিত করে। সফল নেতা তার অনন্য দূরদৃষ্টিকে প্রথমে আবিষ্কার করেন এবং এই দূরদৃষ্টিকে পাথেয় করে দলের প্রতিটি সদস্যকে অনুপ্রাণিত করেন।

5. **কথা কম, কাজ বেশি (Actions speak Louder than Words):** আমরা সকলেই জানি যে কাজ কম করে কথা বেশি বললে তা ফলদায়ক হয় না। এটি একটি নেতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষ যা শোনে, তার থেকে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়, মানুষ যা দেখে। সুতরাং কর্ম নির্বাচন করতে হবে এবং মূল্যহীন কথাবার্তা বলে নিজের এবং অপরের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন করতে হবে এবং দলের সকলেই যাতে অংশগ্রহণ করে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

6. **নমনীয়তার দ্বারা যেন আচরণ পরিবর্তন হয়, মূল্যবোধ নয় (Flexibility May Refer to Behaviour, not Values):** পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যোগাযোগ বা নেতৃত্বদানের প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। নমনীয়তা নেতৃত্বের একটি সত্যিকারের কার্যকর বৈশিষ্ট্য বা গুণ, এটি যেন মূল্যবোধকে প্রভাবিত না করে। দলের চাহিদা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতা কঠোরতা ত্যাগ করে নমনীয় হতে পারেন, কিন্তু কখনোই তিনি নেতৃত্বের মূল্যবোধের সঙ্গে আপোস করবেন না। অর্থাৎ তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত। যতক্ষণ নেতার কাজ মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হবে, ততক্ষণ দলের বা আশেপাশের মানুষের বিশ্বাস ও তার প্রতি সম্মান থাকবে।

6. নিজের দলের লোকদের বা ছাত্রছাত্রীদের উত্তমরূপে জানতে ও বুঝতে হবে এবং তাদের সৎ ভাবে যত্ন নিয়ে বা গুরুত্ব দিয়ে লালন করতে হবে। অর্থাৎ মানব চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।
7. সকলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠানের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে অবগত করতে হবে যোগাযোগের মাধ্যমে।
8. দলের সকলের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং সৎ চরিত্রের লক্ষণগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করতে হবে। তবেই সকলে নিজ নিজ কর্মে ব্রতী হবে।
9. নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে দেখে নিতে হবে দলের সকলে যথাযথভাবে নিজেদের কাজগুলি বুঝে নিতে পেরেছে কিনা। নেতার কাজ হল যোগাযোগ বজায় রাখা, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা।
10. দলের সকলকে একত্রে আনতে হবে। অর্থাৎ সকলে মিলেই যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার জন্য একত্রে কাজ করছে, তা উপলব্ধি করাতে হবে।
11. সকলের মধ্যে এমন একটি দলগত মেজাজ গড়ে তুলতে হবে, যাতে সকলে সমমানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাদান করতে পারে। একাজ সম্ভব করতে পারে একমাত্র দক্ষ নেতৃত্ব।

এ ছাড়া নেতৃত্বদানমূলক কার্যক্রমের নীতিগুলিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে মূল নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে নীচে আলোচনা করা হল—

1. **নেতৃত্ব হল একটি আচরণ, অবস্থান নয় (Leadership is Behaviour, not Position):** নেতারা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তার মাধ্যমে পরিবর্তন সংগঠিত করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতারা বিভিন্ন ব্যক্তিদের এমনভাবে আবিষ্কার করে যাতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। মানুষই তাদের নেতাকে নির্বাচন করে। নেতারা তাদের আচরণ, মনোভাব ও কর্মের দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছোয় এবং মানুষ তাদের বিচার করেন। তাই কেউ যদি নেতা হতে চায় তবে নিজের অবস্থানে মগ্ন না থেকে বাস্তববাদী আচরণকে রপ্ত করতে হবে।
2. **প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায় হল উদাহরণ বা নমুনা স্থাপন করা (The Best Way of Influence is Setting an Example):** প্রত্যেক নেতা তার দলের থেকে সর্বোত্তম ফলাফল পেতে চায়। একটি সহজ সত্য হল, অনুগামী বা দলের সদস্যদের কাছে নিজেকে উদাহরণস্বরূপ করে তুলতে হবে। নিজেদের কী করতে হবে তা শোনার চেয়ে মানুষ দেখতে ভালোবাসে, সেজন্য সেটাই করতে হবে। অনুগামীরা প্রত্যেকেই নেতাকে প্রতিমুহূর্তে অনুসরণ করে। তা ছাড়া কঠিন সময়ে বা বিপদের সময় কেউ নেতাকে ছেড়ে যায় না। ফলে নেতাও আত্মবিশ্বাসী থাকতে পারেন যে বিপদকালে কেউ তার সঙ্গ ত্যাগ করবে না, সকলেই তার পাশে দাঁড়াবে।

3. **নেতৃত্ব মানে প্রভাব বা ছাপ তৈরি করা (Leading Means Making an Impact):** ইতিহাসের বিখ্যাত বা মহান নেতাদের সম্পর্কে জানতে হবে। তবে তাদের মধ্যে একটি বিষয়ে সবারই মিল ছিল। সেটি হল সমাজ তথা জনসাধারণের উপর প্রভাব বা ছাপ তৈরি করা। নেতৃত্ব মানে শুধুমাত্র লক্ষ্য স্থাপন এবং কার্যকরভাবে দলের সকলের সাহায্যে তা অর্জন করা নয়। নেতৃত্ব মানে শুধুমাত্র সুবক্তা এবং অসাধারণ যোগাযোগ দক্ষতা নয়। যদি কেউ সত্যিকারের নেতা হতে চান তবে তাকে সমাজের কল্যাণের জন্য অনন্য অবদান রাখতে হবে।

4. **নেতৃত্ব হল দূরদর্শিতা, অর্থ নয় (Leadership is Chasing Vision, Not Money):** দূরদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা ছাড়া যে-কোনো কার্যকলাপ অর্থহীন। প্রতিটি ব্যক্তি বিভিন্ন কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সাফল্য হল নিজের দূরদর্শিতাকে উপলব্ধি করা। দূরদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা যে-কোনো মানুষকে কোনো পদক্ষেপ নিতে এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করে বা অনুপ্রাণিত করে। সফল নেতা তার অনন্য দূরদৃষ্টিকে প্রথমে আবিষ্কার করেন এবং এই দূরদৃষ্টিকে পাথেয় করে দলের প্রতিটি সদস্যকে অনুপ্রাণিত করেন।

5. **কথা কম, কাজ বেশি (Actions speak Louder than Words):** আমরা সকলেই জানি যে কাজ কম করে কথা বেশি বললে তা ফলদায়ক হয় না। এটি একটি নেতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষ যা শোনে, তার থেকে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়, মানুষ যা দেখে। সুতরাং কর্ম নির্বাচন করতে হবে এবং মূল্যহীন কথাবার্তা বলে নিজের এবং অপরের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কর্মপরিকল্পনা নির্বাচন করতে হবে এবং দলের সকলেই যাতে অংশগ্রহণ করে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

6. **নমনীয়তার দ্বারা যেন আচরণ পরিবর্তন হয়, মূল্যবোধ নয় (Flexibility May Refer to Behaviour, not Values):** পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যোগাযোগ বা নেতৃত্বদানের প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। নমনীয়তা নেতৃত্বের একটি সত্যিকারের কার্যকর বৈশিষ্ট্য বা গুণ, এটি যেন মূল্যবোধকে প্রভাবিত না করে। দলের চাহিদা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী নেতা কঠোরতা ত্যাগ করে নমনীয় হতে পারেন, কিন্তু কখনোই তিনি নেতৃত্বের মূল্যবোধের সঙ্গে আপোস করবেন না। অর্থাৎ তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত। যতক্ষণ নেতার কাজ মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হবে, ততক্ষণ দলের বা আশেপাশের মানুষের বিশ্বাস ও তার প্রতি সম্মান থাকবে।

7. **নেতৃত্ব হল মানুষের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন (Leadership is All Abo People):** নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং দক্ষতা থাকলেও একটি ফাঁকা ঘরে বসে এ একা নেতৃত্ব চালানো যায় না। নেতৃত্ব মানে হল অন্যদের সা যোগাযোগস্থাপন, অন্যকে প্রভাবিত করা এবং অন্যদের সঙ্গে কর্মে নি থাকা। যোগাযোগের দক্ষতা হল কার্যকর নেতৃত্বের মূল ভিত্তি। নেতা য ধারাবাহিকভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায় তবে বিস্ময় ফলাফলের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

8. **ভুলগুলিও মেনে নিতে হয় (It is fine to admit mistakes):** যদি সব কাজই সর্বদা নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়, তবে একজন নেতার কার্যকলাপে উন্নয়ন এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। ভুলগুলিই প্রমাণ করে যে সেখা কিছু কাজ হয়েছে। আর যে নেতা ভুল স্বীকার করেন তিনি কখনোই এক খারাপ নেতা হিসেবে প্রতিপন্ন হবেন না। কারণ তিনি তার প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি সকলের থেকে বেশি জ্ঞা হিসেবে প্রতিপন্ন হন।

9. **একতাই শক্তি (Unity is Strength):** গোষ্ঠী বা দল হল প্রত্যেক নেতার জ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। নিজের দল বা গোষ্ঠীকে আলিঙ্গান করে চল হবে এবং প্রতিনিয়ত একতার উপর জোর দিতে হবে। দলের মধ্যে এক তৈরি না হলে সাফল্য সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং নিশ্চিত কর হবে যে দলের সকল লোক যেন নিজেকে শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ পরিবারে সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে।

10. **সর্বদা দলগত বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে (There is always room fo growth):** মনে রাখতে হবে যে সন্তুষ্টি হল একটি স্বল্পমেয়াদি অনু আবার চলমান উন্নয়ন ছাড়া জীবন নিরর্থক বা অর্থহীন হয়ে যাবে। এর মা এই নয় যে একজন নেতার যা কিছু আছে তার জন্য তাকে প্রশংসা করা উ নয়। এর মানে হল যে আপনি যা অর্জন করেছেন তার জন্য আপনার কৃ থাকা উচিত। তাই সর্বদা দলগত উন্নয়ন বা বৃদ্ধির দিকে যাত্রা করা উচিত এ এই বিশ্বসমাজের জন্য আরও কিছু করার চেষ্টা করা উচিত।